প্রথম আলো

তারিখ 30 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

এক-চতুর্থাংশ তরুণই নিরক্ষর

ইউনেসকোর প্রতিবেদন

- বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশের অবস্থা বেশি খারাপ, শুধু শিক্ষার সুযোগের অভাব নয়—নিম্নমানের শিক্ষাও এ জন্য দায়ী
- শিক্ষার উন্নয়নে বিদেশি দাতা সংস্থা ও দেশগুলোকে আরও বেশি সহায়তা দেওয়ার আহ্বান

প্রথম আলো ডেস্ক

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি চারজন তরুণের একজন একটা বাক্যও পড়তে পারে না। বিশ্বের মোট প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তির তিন-চতুর্থাংশই বাস করেন বাংলাদেশসহ ১০টি উন্নয়নশীল দেশে।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকোর এক বার্ষিক প্রতিবেদনে এমনই তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়, নিম্নমানের শিক্ষা এই দেশগুলোতে আগের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি 'নিরক্ষরতার উত্তরাধিকার' রেখে যাচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ ছাড়া অন্য নয়টি দেশ হলো ভারত, পাকিস্তান, চীন, নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া, মিসর, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া ও গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র।

ইউনেসকো গতকাল বুধবার গবেষণামূলক এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, উন্নয়নশীল দেশের সাড়ে ১৭ কোটি তরুণ এমনকি মৌলিক সাক্ষরতার দক্ষতাটুকু থেকেও বঞ্চিত।

'এডুকেশন ফর অল' শীর্ষক বৈশ্বিক পর্যবেক্ষণমূলক ১১তম এই বার্ষিক প্রতিবেদনে ইউনেসকোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা বলেন, 'সাক্ষরতার ক্ষেত্রে (শিক্ষার) সুযোগই একমাত্র সমস্যা নয়—নিম্নমানের বিষয়টিও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এসব সমস্যা এমনকি যারা স্কুলে যায়, তাদের জন্যও প্রযোজ্য।'

প্রতিবেদনে বলা হয়, আনুমানিক ২৫ কোটি শিশু মৌলিক সাক্ষরতা ও গণিতসংক্রান্ত দক্ষতা আয়ত্ত করতে পারছে না। যদিও এই শিশুদের অর্ধেক স্কুলে অন্তত চার বছর লেখাপড়া করে। এ পরিস্থিতিকে 'বিশ্ব শিক্ষার সংকট' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে সংস্থাটি।

ইউনেসকো হুঁশিয়ার করে বলেছে, এই সংকটের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া শত শত কোটি ডলার অপচয় হচ্ছে।

প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হার গত দশকজুড়ে বেশি ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। ২০১১ সালে প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৭৭ কোটি ৪০ লাখ; যা ২০০০ সালের চেয়ে ১ শতাংশ কম। ২০১৫ সাল নাগাদ এই সংখ্যা খুব সামান্যই কমে ৭৪ কোটি ৩০ লাখে দাঁড়াতে পারে।

নারীদের ব্যাপারে আশঙ্কার কথা জানিয়ে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের দুই-তৃতীয়াংশই নারী। ১৯৯০ সাল থেকে নারীদের এই সংখ্যা এখনো একই রকম রয়েছে। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২০৭২ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্রতম অল্পবয়সী নারীদের সাক্ষরতার হার প্রত্যাশিত মাত্রায় পৌঁছাবে না।

প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়, এসব দেশের সরকারকে অবশ্যই তাদের নিজ নিজ শিক্ষানীতি পুনর্বিবেচনা করতে হবে। এ ছাড়া প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সুবিধা নিশ্চিতে প্রচেষ্টা বাড়াতে হবে। দুর্বল শিক্ষার্থীদের সহায়ক হয়ে উঠতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাশাপাশি সবচেয়ে ভালো শিক্ষকদের আকৃষ্ট করতে ও ধরে রাখতে প্রণোদনা দিতে হবে।

প্রতিবেদনে হতাশা প্রকাশ করে বলা হয়, অনেক উন্নয়নশীল দেশ কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই লোক ভাড়া করে শিক্ষকদের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়ে চলেছে। এটি আরও বেশি শিশুদের স্কুলে যেতে সহায়তা করতে পারে, কিন্তু তা শিক্ষার মানকে বিপন্ন করছে।

প্রতিবেদনের শেষে উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে বিদেশি দাতা সংস্থা ও দেশগুলোকে আরও বেশি আর্থিক সহায়তা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। দ্য গার্ডিয়ান।